খাতওয়ারী মার্চ ২০১৯ সালের সাফল্য- বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড বাহিনী

১। **সর্বমোট অর্জন**। বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড বাহিনী মার্চ ২০১৯ মাসে **সর্বমোট ১৬৪ কোটি ১৪ লক্ষ ৯৮ হাজার ৮৫০ টাকা** মূল্যের অবৈধ মালামাল আটক করে।

২। **চোরাচালান, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ ও বনজ সম্পদ রক্ষা অভিযানে আটককৃত উল্লেখযোগ্য সাফল্য**। মার্চ ২০১৯ মাসে চোরাচালান, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ ও বনজ সম্পদ রক্ষা অভিযানে **সর্বমোট ৩৭ কোটি ৫৩ লক্ষ ৭৯ হাজার ৬০০ টাকার** অবৈধ পণ্য আটক করা হয়। আটককৃত বিভিন্ন দ্রব্যের বিবরণ নিম্নরূপঃ

ক্রমিক	আটককৃত মালামাল	পরিমাণ	মূল্য (টাকা)
চোরাচালান পণ্য			
১।	বার্থিং হাউজার	৬৫ মিটার	৪৫,০০০/০০
২।	অয়্যার রোপ	৩০০ মিটার	৬,০০,০০০/০০
৩।	স্ক্যাপ	১২০ কেজি	৬,০০০/০০
৪।	ড্রেজার/ব্লাকহেড	০৩ টি	৩৫,০০,০০০/০০
৫।	ডিজেল	৫,৬০০ লিটার	২,৮০,০০০/০০
৬।	মোবাইল	০৪ টি	১০,০০০/০০
৭।	মোবাইল সিম	২৬ টি	২,৬০০/০০
৮।	পাংগাস পোনা/অবৈধ মাছ/চেওয়া মাছ	১,৪৭০ কেজি	৫,১৫,০০০/০০
৯।	ট্রাক	০১ টি	১০.০০,০০০/০০
অস্ত্র উদ্ধার			
১।	অস্ত্র	১১ টি	-
২।	তাজা গোলা	২১ রাউন্ড	-
৩।	দা/ছুরি/পাইরোটেকনিক	১৫ টি	-
মৎস্য সম্পদ			
১।	কারেন্ট জাল	১,৬৯,১৭,৩০০ মিটার	৫৯,২১,০৫,৫০০/০০
২।	বেহুন্দি/মশারি জাল	৫২১ পিস	২,৬২,৫০,০০০/০০
৩।	অন্যান্য জাল	৭২,২৮,১৫০ মিটার	৫৮,৮৪,৪৩,২৫০/০০
৪।	জাটকা	৪৩,৫৬০ কেজি	৮১,৬৮,০০০/০০
৫।	রেনু পোনা	১,৯৬,৯৫,০০০ পিস	৩,৯৩,৯০,০০০/০০
৬।	বোট	৯৫ টি	১,১৭,৬২,৫০০/০০
মাদকদ্রব্য			
১।	ইয়াবা	৭,১৮,৭১৭ পিস	৩৫,৯৩,৫৮,৫০০/০০
২।	বিভিন্ন ধরনের বিয়ার	১,১০৬ বোতল/ক্যান	২০,০৩,৫০০/০০
৩।	দেশীয় মদ	২৬ লিটার	১৩,০০০/০০
৪।	বোট/সিএনজি	০২ টি	৬,০০,০০০/০০
পরিবেশে রক্ষা			
১।	তক্ষক	০১ টি	৭২,০০,০০০/০০
২।	হরিণের মাথা	০৩ টি	
৩।	হরিণের চামড়া	০৩ টি	
৪।	হরিণের মাংস	৩৭ কেজি	
৫।	পলিথিলিন	১,৫৫০ কেজি	২,৩২,৫০০/০০
আটককৃত জনবল			
১।	বনদস্যু/ডাকাত/অন্যান্য অবৈধ কাজে জড়িত ব্যক্তি	০৯ জন	-
উদ্ধার অভিযান			
১।	অপহৃত জেলে	১১ জন	
২।	যাত্রী/ক্রু উদ্ধার	২৫ জন	
৩।	মৃতদেহ উদ্ধার	০৫ টি	
৪।	বোট উদ্ধার	০৩ টি	
৫।	অবৈধ অভিবাসী	২৯ জন	
		সর্বমোট	**১৬৪,১৪,৯৮,৮৫০/০০**

৩। **মৎস্য সম্পদ রক্ষা অভিযান।** মৎস্য সম্পদ রক্ষা অভিযানে মার্চ ২০১৯ মাসে **সর্বমোট ১২৬ কোটি ৬১ লক্ষ ৬১ হাজার ২৫০ টাকার** ১,৬৯,১৭,৩০০ মিটার কারেন্ট জাল, ৭২,২৮,১৫০ মিটার অন্যান্য জাল, ৪৩,৫৬০ কেজি জাটকা, ৫২১ পিছ বেহুন্দি/ মশারি জাল, ১,৯৬,৯৫,০০০ টি রেনু পোনা ও ৯৫ টি বোট আটক করা হয়।

৪। **অবৈধ অনুপ্রবেশ রোধ।** মিয়ানমারের বর্ডার গার্ড পুলিশ ও রোহিঙ্গাদের মধ্যে সৃষ্ট অস্থিরতার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড বাহিনীর স্টেশান টেকনাফ, সেন্টমার্টিন্স ও আউটপোস্ট বাহারছড়া ও শাহপুরীতে অতিরিক্ত জনবল মোতায়েন রয়েছে। পাশাপাশি উক্ত স্থানসমূহে সর্বোচ্চ প্রস্তুতি অবলম্বনের মাধ্যমে সার্বক্ষণিক বিশেষ টহল চলমান রয়েছে। এছাড়াও, কোস্ট গার্ড বাহিনী বহরে সদ্য সংযোজিত লিডার ক্লাস অফশোর পেট্রোল ভেসেল (ওপিভি) সমূহ এ কার্যক্রমে নিয়োজিত রয়েছে। কোস্ট গার্ড বাহিনী দায়িত্বপূর্ণ এলাকায় টহল জোরদার করেছে এবং উক্ত এলাকায় অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের গতিবিধির উপর কঠোর নজরদারি বজায় রেখে অবৈধ অনুপ্রবেশ রোধ করা হচ্ছে। মার্চ ২০১৯ মাসে অত্র বাহিনী কর্তৃক অবৈধভাবে বাংলাদেশে অনুপ্রবেশকালে কোন ব্যক্তিকে আটক/ ফেরত পাঠানো হয়নি।

৫। **ডাকাত বিরোধী বিশেষ অভিযান।**

ক। গত ০৫ মার্চ ২০১৯ তারিখ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বিসিজি বেইস ভোলা এবং বিসিজি স্টেশান হাতিয়ার সমন্বয়ে নোয়াখালী জেলার হাতিয়া উপজেলাধীন নিঝুম দ্বীপ এলাকায় জলদস্যু রাহাত বাহিনীর বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করা হয়। এ সময় জলদস্যু দলের সদস্য ইরাককে আটক করা হয়। পরবর্তীতে তার দেওয়া তথ্যমতে বাড়ি থেকে ০২টি রামদা এবং ০২টি পাইরোটেকনিক উদ্ধার করা হয়। পরবর্তীতে আটককৃত ডাকাত ও উদ্ধারকৃত অস্ত্রাদি হাতিয়া থানায় হস্তান্তর করা হয়।

খ। গত ১৬ মার্চ ২০১৯ তারিখ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানা যায়, দাকোপ থানাধীন সুন্দরবনস্থ শিবসা নদীর কালাবগী সংলগ্ন মুচির দুয়ানী এলাকায় ডাকাত বাহিনীর ডাকাতি কাজে ব্যবহৃত পুরানো ও পরিত্যক্ত অস্ত্র লুকায়িত অবস্থায় আছে। উক্ত সংবাদের ভিত্তিতে বিসিজি আউটপোস্ট নলিয়ান এর একটি বিশেষ অভিযান দল দাকোপ থানার অন্তর্গত মুচির দুয়ানি খাল এলাকায় তল্লাশি চালায় এবং একটি বস্তার মধ্যে পরিত্যক্ত অবস্থায় ০৫টি দেশীয় তৈরি পাইপ গান উদ্ধার করে । পরবর্তীতে উদ্ধারকৃত ০৫ টি দেশীয় পাইপগান দাকোপ থানায় হস্তান্তর করা হয়।

(গ) গত ২৭ মার্চ ২০১৯ তারিখে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানা যায়, পাথরঘাটা থানার পদ্মা মাঝের চরের দূর্গম এলাকায় জাকির বাহিনীর সদস্যগণ অস্ত্রসহ আশ্রয় নিয়েছে। তথ্যটি নিশ্চিত হওয়ার পর কোস্ট গার্ড বাহিনী দক্ষিণ জোনের একটি অপারেশান দল অভিযান পরিচালনা করে। কোস্ট গার্ড বাহিনীর উপস্থিতি বুঝতে পেরে ডাকাতদল দ্রুত বনের ভিতর পালিয়ে যায়। পরবর্তীতে উক্ত ডাকাত দলের আস্তানাতে তল্লাশী করে ০৫ টি দেশীয় এক নলা বন্দুক, ০১ টি পিস্তল ও ২১ রাউন্ড তাজা গুলি উদ্ধার করা হয়। পরবর্তীতে উদ্ধারকৃত অস্ত্র ও তাজা গোলা পাথরঘাটা থানায় হস্তান্তর করা হয়।

৬। **অপহৃত জেলে উদ্ধার**

ক। গত ০৫ মার্চ ২০১৯ তারিখে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানা যায়, শ্যামনগর থানাধীন কচুখালী খাল এলাকায় ডাকাত দল জেলে জিম্মি করে রেখেছে। উক্ত সংবাদের ভিত্তিতে বিসিজি স্টেশান কৈখালী কর্তৃক অভিযান পরিচালনা করা হয়। কোস্ট গার্ড দল খালের নিকট পৌছালে ডাকাত দল কোস্ট গার্ডকে উদ্দেশ্য করে গুলি করে এবং কোস্ট গার্ড সদস্যরাও আত্মরক্ষার্থে পাল্টা গুলি করলে এক পর্যায়ে ডাকাত দল বনের মধ্যে পালিয়ে যায়। উক্ত স্থান হতে ০১ জন অপহৃত জেলে এবং ডাকাত দলের ব্যবহৃত বোট উদ্ধার করা হয়। পরবর্তীতে অপহৃত জেলেকে পরিবারের নিকট এবং উদ্ধারকৃত বোট শ্যামনগর থানায় হস্তান্তর করা হয়।

খ। গত ১৫ মার্চ ২০১৯ তারিখে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানা যায়, বাঁশখালী থানাধীন গান্দামারা এলাকায় ডাকাত দল কিছু জেলে জিম্মি করে রেখেছে। উক্ত সংবাদের ভিত্তিতে বিসিজি স্টেশান সাঙ্গু কর্তৃক অভিযান পরিচালনা করা হয়। ডাকাত দল কোস্ট গার্ড এর উপস্থিতি টের পেয়ে পালিয়ে যায় এবং উক্ত স্থান হতে ১০ জন জিম্মিকৃত জেলে এবং ০১ টি বোট উদ্ধার করা হয়। পরবর্তীতে বোট ও অপহৃত জেলেদেরকে পরিবারের নিকট হস্তান্তর করা হয়।

গ। গত ৩১ মার্চ ২০১৯ তারিখে নির্বাচনী দ্বায়িত্ব পালন শেষে ফেরার পথে নির্বাচনী সরমঞ্জামসহ প্রিজাইডিং অফিসার ও অন্যান্য আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদেরকে নিয়ে একটি ট্রলার মেঘনা ও ধলেশ্বরী নদীর মোহনায় ঝড়ের কবলে পড়ে পানিতে ডুবে যায়। সংবাদ পেয়ে কোস্ট গার্ড স্টেশান পাগলা কর্তৃক উদ্ধার অভিযান পরিচালনা করা হয় এবং ১৬ জনকে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার ও একজনের মরদেহ উদ্ধার করতে সক্ষম হয়। পরবর্তীতে উদ্ধারকৃতদের পরিবারের এবং মরদেহ পুলিশের নিকট হস্তান্তর করা হয়।

৭। **মানব পাচার।** গত ৩০ মার্চ ২০১৯ বাংলাদেশ হতে অবৈধভাবে সমুদ্রপথে মালয়েশিয়া গমনকালে টেকনাফ থানাধীন পূর্ব পাড়া সী বিচ ও সেন্টমার্টিন্স দ্বীপের ছেঁড়া দ্বীপ এলাকা হতে ০৩ জন পাচারকারী এবং নারী, পুরুষ ও শিশুসহ ২৯ জন (১৭ নারী, ০৯ জন পুরুষ এবং ০৩ জন শিশু) রোহিঙ্গা আটক করা হয়েছে। পরবর্তীতে নিয়মানুযায়ী আটককৃতদের টেকনাফ থানায় হস্তান্তর করা হয়।

৮। **৫ম উপজেলা নির্বাচন ২০১৯।** গত ২৪ ও ৩১ মার্চ ২০১৯ তারিখে শান্তিপূর্ণভাবে ৫ম উপজেলা নির্বাচন ২০১৯ এর ৩য় ও ৪র্থ পর্যায় অনুষ্ঠিত হয়। । উক্ত নির্বাচনকে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে সম্পন্নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অন্যান্য আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পাশাপাশি বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডকেও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী হিসেবে মোতায়েন করা হয়। বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড দায়িত্বাধীন ০৭ টি উপকূলীয় জেলার ১৩ টি উপজেলার সর্বমোট ৩১ টি ইউনিয়নে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার কাজে মোবাইল/স্ট্রাইকিং ফোর্সের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করে এবং পরবর্তীতে ভোট গ্রহন শেষে ভোট গণনার সহায়তাকল্পে বিভিন্ন এলাকায় নিরাপত্তা প্রদানসহ রিটার্নিং অফিসারের চাহিদা মোতাবেক বিভিন্ন ধরণের সহায়তা প্রদান করে। কোস্ট গার্ড প্লাটুনসমূহ নদীপথে ব্যালটবক্স রিটার্নিং অফিসারের অফিস এ পৌঁছে দেওয়া পর্যন্ত সহায়তা করেছে। এছাড়াও নিরবিচ্ছিন্ন টহল এবং আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি রক্ষার্থে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহনে কোস্ট গার্ডের উপর জনগণের আস্থা লক্ষ্য করা যায়। নির্বাচনকালীন দায়িত্বাধীন এলাকার সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক ছিল।

৯। **অবৈধভাবে সমুদ্রসীমা অতিক্রমকারী বিদেশী নাগরিক/ মৎসজীবীদের পরিসংখ্যান।** মার্চ ২০১৯ মাসে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড বাহিনী কর্তৃক অবৈধভাবে সমুদ্রসীমা অতিক্রমকারী বিদেশী নাগরিক/ মৎসজীবী আটক করা হয় নাই।